14 SEP 1993

বিশ্ব শান্তির আরেক অধ্যায় সূচিত হলো

পিএলও–ইসরাইল ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর

ওয়াশিংটনে গতকাল এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যে বহু প্রত্যাশিত অধিকৃত অঞ্চলে ফিলিস্তিনী স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পিএলও'র পক্ষ থেকে পিএলও'র কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা আবু মাজেন যার প্রকৃত নাম মাহমুদ আব্বাস এবং ইসরাইলের পক্ষে সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন এবং পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ারেন ক্রিস্টোফার এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে কজিরভ উপস্থিত থেকে সাক্ষী হিসেবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেন। পরে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের দু'পাশে দাঁড়ানো ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী রবিন এবং পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত করমর্দন করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ক্লিনটন তার বক্তব্যের প্রথমেই বলেন, এটা ছিলো একটি কঠিন পরীক্ষা। দৃঢ়তা এবং দূরদর্শিতার মাধ্যমে এমন একটি চুক্তিতে পৌছতে পারার জন্যে ক্লিনটন রবিন এবং আরাফাতের প্রশংসা করেছেন।

তিনি এ চুক্তির পেছনে ভূমিকা রাখার জন্যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টার, বুশ এবং নরওয়ে সরকারের প্রতিও অভিনন্দন জানান।

হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লনে আয়োজিত এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ৩ হাজার অতিথি উপস্থিত ছিলেন। হোয়াইট হাউসের ভেতর থেকে ক্লিনটন এ্যাসবাট করে রবিন এবং আরাফাতকে মূল মঞ্চে নিয়ে আসেন। এ সময় ইসরাইলী নেতার মুখে কোনো হাসি ছিলো না। তবে আরাফাত স্মিত হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। এ চুক্তির প্রাথমিক পর্যায়ে গাজা ভূখণ্ড এবং পশ্চিম উপকূলের জেরিকো শহরে ফিলিস্তিনীদের সীমিত স্বায়ত্তশাসন দেয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় ছিলো।

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের সঙ্গে আরাফাতের হোয়াইট হাউসে ব্যক্তিগত বৈঠক হয়।

১৯৭৯ সালে ইসরাইল ও মিসরের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যে ক্যাম্প ডেভিডে যে টেবিলটি ব্যবহার করা হয়েছিলো সেই টেবিলেই পেরেজ এবং আব্বাস চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

হোয়াইট হাউজের দক্ষিণ প্রাঙ্গণের নির্ধারিত মঞ্চে ঐতিহাসিক পিএলও–ইসরাইল শান্তি চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে পিএলও নির্বাহী পরিষদের সদস্য মাহমুদ আব্বাস গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তার ডানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও বামে পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত —টিভি ফটো

ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী রবিন এবং পিএলও নেতা আরাফাত উভয়েই সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছেন। মূল অনুষ্ঠানে কোনো পক্ষের পতাকা ওড়েনি, বাজেনি জাতীয় সঙ্গীত।

এর আগে টেলিভিশনে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে রবিন বলেন, ইসরাইলীরা এ ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত নয় কিন্তু তাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকানো উচিত।

আরাফাত বলেন, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ফিলিস্তিনীদের নতুন অধ্যায় শুরু হলো।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ক্লিনটন বলেন যে, ইসরাইল ও পিএলও'র বিতর্কের ফলে ঐ অঞ্চল তার অনেক সম্ভাবনা এবং মানুষকে হারিয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এ চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে সাবেক ইসরাইলী নেতা মেনাচেম বেগিন এবং প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সম্মানে। এরা ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।

তিনি আরো বলেন, যে নেতারা তাদের মানুষদের শান্তির পক্ষে নিয়ে যাওয়ার সৎ সাহস রেখেছেন সারা বিশ্বের উচিত তাদের সম্মান জানানো। তাদের দূরদৃষ্টি এবং ক্রমাগত প্রচেষ্টাই নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা দেখিয়েছে।

ক্লিনটন বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এ দু'পক্ষের পেছনে দাঁড়ানো উচিত যাতে এ শান্তি প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। তিনি বলেন, শান্তির মৌসুম এসেছে কিন্তু সামনের পথ সমস্যা সঙ্কুল।

পেরেজ তার ভাষণে এ ঘটনাকে "বিপ্লব" আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, গতকাল যা হয়েছে তা ছিলো স্বপ্ন আর আজকের ঘটনা হলো প্রতিশ্রুতি। ইসরাইল এ বিষয়ে আন্তরিক এবং চুক্তিটি যাতে করে কার্যকর হয় সেই চেষ্টা করবে।

পিএলও'র পক্ষে মাহমুদ আব্বাস বলেন, এ চুক্তি ঐ এলাকায় ইতিবাচক এবং গঠনমূলক পরিবর্তনের সূচনা করবে।

তিনি বলেন, পিএলও আগামী ২ বছরের দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকবে। এ সময়ে পূর্ব জেরুজালেমের মৌলিক বিষয়গুলো, শরণার্থী এবং অধিকৃত এলাকার ইসরাইলী বসতি স্থাপনকারীদের নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

পিএলও নেতা আরাফাত বলেছেন, ইসরাইল এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে এক অভূতপূর্ব সাহসের প্রয়োজন ছিলো এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তুলতে আরো অনেক কিছুরই প্রয়োজন রয়েছে।

এর আগে গত রোববার পিএলও নেতা আরাফাত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে ওয়াশিংটনে এসে পৌছান।

আন্দ্রে বিমান ঘাঁটিতে অবতরণের পর আরাফাত সাংবাদিকদের বলেন, যেহেতু আমরা শান্তি চাই তাই এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত হতে পারার জন্যে আমরা খুবই আনন্দিত।

এদিকে চুক্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন গতকাল ওয়াশিংটন পৌছেন। স্থানীয় সময় ভোর ৩টায় তিনি আন্দ্রে বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। মূল অনুষ্ঠানের ঠিক ৮ ঘন্টা আগেই তিনি ওয়াশিংটন আসেন। তাঁর সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজও ছিলেন।